সংবাদ

তারিখ 11 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

৬৪ ডিসিকে স্মারকলিপি

নোট-গাইড জব্দের নামে হয়রানি বন্ধের দাবি পুস্তক ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই জব্দের নামে পুস্তক ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধের দাবিতে সারাদেশে জেলা প্রশাসকদের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে পুস্তক ব্যবসায়ীরা। গতকাল রোববার পুস্তক ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান বন্ধ রেখে ৬৪ জেলায় এ স্মারকলিপি দেয়। স্মারকলিপিতে পুস্তক ব্যবসায়ীরা ১৯৮০ সালের নোট বই নিষিদ্ধকরণ আইনটি প্রত্যাহার করে পুস্তক ব্যবসার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দাবি জানায়।

পুস্তক ব্যবসায়ীরা জানায়, গত কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বাংলাবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নোট-গাইড বই উদ্ধারের নামে পুস্তক

হয়রানি : পৃষ্ঠা ১১ ক : ৩

হয়রানি : বন্ধের দাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবসায়ীদের নানাভাবে হয়রানি করছে। নিষিদ্ধ নোট-গাইড জব্দের নামে সহায়ক পুস্তক জব্দ করে তা পানিতে ফেলে দেয়া বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ১৯৮০ সালের নোট বই নিষিদ্ধকরণ আইনের দোহাই দিয়ে প্রকাশক, মুদ্রাকর ও পুস্তক বিক্রেতাদের জেল-জরিমানাসহ নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। ফলে সারাদেশের পুস্তক ব্যবসায়ীরা গতকাল প্রতীকীভাবে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ৬৪ জেলায় ডিসিদের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে ও সমাবেশ করেছে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কেন্দ্রীয় এক নেতা জানান, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনেক সদস্য নিষিদ্ধ নোট-গাইড উদ্ধারের নামে পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে হাজার হাজার টাকা আদায় করছে। টাকা না দিলে তারা জেল-জরিমানাসহ নানাভাবে হেনস্থা করছে। তাই বাধ্য হয়ে পুস্তক ব্যবসায়ীরা রাস্তায় নেমেছে।

তবে র‌্যাব ও পুলিশের একটি সূত্র জানায়, নোট-গাইড নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮০-এর বিরুদ্ধে পুস্তক ব্যবসায়ীরা উচ্চ আদালতে রিট করেছিল। কিন্তু গত ৮ ডিসেম্বর আদালত থেকে পুস্তক ব্যবসায়ীদের এ রিট খারিজ হয়ে যায়। এরপর থেকেই নিষিদ্ধ এসব নোট-গাইড উদ্ধারে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালাচ্ছে।